মেহেরপুরে আরও ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জন সদরের, একজন গাংনী উপজেলার।

রবিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১২ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ৩ জনের। আর নেগেটিভ আসে ৯ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে-৪৯০৬ ফলাফল এসেছে ৪৮১০ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭০৩ জন, সুস্থ ৬১৪ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ১৯ (সদরে-১২, গাংনীতে- ৪ ও মুজিবনগরে- ৪) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজেটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর সদরের খন্দকার পাড়ার সাজিবুর রহমান(২১), আমঝুপির লাইলী(৬৮), অপর জন হলেন গাংনীর হাড়িয়াদহের শামিম রেজা(৩৫)।

গাংনীর চৌগাছায় পাখিভ্যান চাপায় শিশু নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে ব্যাটারি চালিত পাখিভ্যান চাপায় হুজাইফা (৩বছর) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ রোববার সকাল দশটার দিকে শিশুটি রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় পাখিভ্যান উল্টে চালক আহত হয়েছেন। তবে তিনি ভ্যান ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় তার পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেননি স্থানীয়রা।

নিহত হুজুাইফা চৌগাছা নুরবাগ মাদ্রসার সহকারি পরিচালক ও স্থানীয় জামে মসজিদের ঈমাম শফিকুল ইসলামের ছেলে। তার বাড়ি সাতক্ষীরা। চাকুরির সুবাদে তিনি চৌগাছায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, সকালে হুজাইফা গাংনী-কাথুলি সড়কের পাশে বাড়ির পাশে শিশুদের সাথে খেলছিল। রাস্তা পারপারের সময় সাহারবাটি থেকে গাংনী গামী যাত্রী বোঝাই একটি পাখিভ্যানে চাপা পড়ে সে। এতে ঘটনস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, মরদেহ ও দুর্ঘটনা কবলিত ভ্যান পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ভ্যান চালককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যশোরে ট্রেনের সঙ্গে কয়লাবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক নিহত

যশোরে ট্রেনের সঙ্গে কয়লাবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এতে খুলনার সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ কন্ধ রয়েছে।

গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে শহরতলী মুড়লি রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাত ৮টার দিকে নওয়াপাড়া থেকে কয়লাবোঝাই একটি ট্রাক চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাচ্ছিল। শহরতলীর মুড়লি রেলক্রসিংয়ে পৌঁছালে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন কপোতাক্ষের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চালক আকবর আলী নিহত হন।

সহযোগীকে আহত অবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বন্ধ থাকা ক্রসিংয়ের গেট ভেঙে ট্রাকটি চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। লাইনের ওপরে ট্রাক পড়ে থাকায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় নদীর তীর থেকে মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রাম সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীর তীর থেকে একটি মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কঙ্কালটির বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক জানান, উজিরপুর গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষার্থী সন্ধ্যার আগে নদীর তীরে মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড় দেখতে পায়।

পরে তারা স্থানীয়দের জানালে এলাকাবাসী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। ওগুলো মর্গে পাঠানো হবে এবং ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ওসি আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে অন্য কোনো এলাকার কঙ্কাল ডুবন্ত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়ে উজিরপুর গ্রামের সন্নিকটে এসে বেধে যায়। এতোদিন নদীতে বাড়তি পানি থাকায় সেগুলো দেখা যায়নি। সম্প্রতি নদীর পানি কমে আসায় কঙ্কালটি এলাকাবাসীর চোখে পড়ে।

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রান্সফর্মার চোর আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রান্সফর্মার চোর আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে হারেজ মালিথা আটক করে গাংনী

থানা পুলিশ। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আরও চার জন কে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, কুষ্টিয়া জেলার বড় বাজার এলাকার ঘোড়া ঘাট এলাকার মৃত চাঁদ মালিথার ছেলে হারেজ মালিথা(৫২), ত্রিমোহনী এলাকার মৃত রওশন শেখের ছেলে নুর ইসলাম(৬০), ভেড়ামারার মো: ভাদু মেথের ছেলে মো: আব্দুল শেখ(৪৫), হরিপুরের মৃত ছামসুদ্দিন ইসলামের ছেলে আনারুল ইসলাম(৩৬), দৌলতপুরের লক্ষী খোলার মৃত আজির উদ্দিনের ছেলে মজির উদ্দিন(৫০)।

আটককৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ চুরিকৃত ট্রান্সফর্মারের কয়েল উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য তিন লক্ষ টাকা।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভৃত্তিতে বিশেষ এক অভিযানে ট্রান্সফর্মার চোরের মূল হোতা হারেজ কে আটক করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাকিদের আটক করতে সক্ষম হন গাংনী থানা পুলিশ।

তিনি আরও জানান, হারেজ উদ্দিন দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ট্রান্সফর্মার চুরির সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও আছে। তারা অভিনব কায়দায় ট্রান্সফর্মার চুরি করে, তারের কয়েল গুরো আলাদা করে সবজির গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থানে পাঠাত।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কোর্টে পাঠানো হবে।

প্যানেল পূর্ণাঙ্গ হয়নি ক্ষমতাসীনদের, সাবেক সেক্রেটারী স্বতন্ত্র সভাপতি

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ নভেম্বর শুক্রবার। প্রতি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ এই দুটি প্যানেল থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিতে পারেনি আইনজীবীরা। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের লক্ষে নির্বাচনে ১১ জনকে দিয়ে প্যানেল দিতে হয়েছে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ ১৫টি পদেই প্যানেল দিয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পিপি অ্যাড. মিয়াজান আলী একক ভাবে সভাপতি পদে নির্বাচন করছেন।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদে প্রার্থী হয়েছেন, তারা হলেন-সভাপতি পদে শাজাহান আলী, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আছাদুজ্জামান, যুগ্ম-সম্পাদক কে এম নুরুল হাসান(রঞ্জু), শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন, কোষাধাক্ষ্য সিরাজুল ইসলাম, পাঠাগার ও সাংস্কৃতি সম্পাদক রোকেয়া খাতুন, নির্বাহী সদস্য পদে রুত শোভা মন্ডল, নাগিব মাহফুজ জুয়েল ও সেলিম রেজা।

জাতীয়তা বাদী আইনজীবী পরিষদে সভাপতি পদে আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি আদিল করিম, রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, যুগ্ম-সম্পাদক রফিকুল ইসলাম-২, মিজানুর রহমান, কোষাধাক্ষ্য এহান উদ্দিন মনা, পাঠাগার ও সাংস্কৃতি সম্পাদক এ এস এম হাসানুল্লাহ, নির্বাহী সদস্য হাসান মাহবুবুর রহমান, মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, আরিফুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম (সাহেব), শফিউল আযম খান বকুল, সেলিম রেজা গাজী ও খুরশিদা খাতুন। এছাড়া একক সভাপতি হিসেবে অ্যাড. মিয়াজান আলী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন।

আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন জানান, গত ১৫ নভেম্বর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। সেখানে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ থেকে ১৫ জন এবং বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ থেকে ১৫ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। এছাড়া সভাপতি পদে অ্যাড. মিয়াজান আলী একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। ১৯ নভেম্বর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাড. বিমল কুমার রায়। তখন জানতে পারি আওয়ামী সমর্থিত প্যানেল চারজন সদস্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাড. আসাদুজ্জামান জানান, অ্যাড. মিয়াজান আলী প্রার্থী হওয়ায় দলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়। যে কারণে চারজন সদস্য

প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে ১১ জনকে নিয়েই নির্বাচন করতে হচ্ছে।

একক সভাপতি প্রার্থী অ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন, রাজনীতির মত করে আইনজীবী সমিতিকেও দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করছেন কিছু আইনজীবীরা। ফলে নির্বাচনে আমিসহ অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সাথে বসার কথা বলেও তারা বসেননি। যার ফলে একক ভাবে সভাপতি প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮টায় শুরু নামাযের বিরতি দিয়ে বিকাল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষ হবে। এবার ১২৩ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

আগে ঘুষ, পরে কাজ

অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হয় না গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে। সরকারি ধার্যকৃত টাকার বাইরেও বিভিন্ন খাতের অযুহাতে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। টাকা দিতে না চাইলে হয়রানি করা হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের। নকল নবিশ, মহুরী ও অফিস সহকারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে।

এছাড়াও দলিল প্রতি প্রায় ৫’শ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয় বলেও জানা গেছে। এমনকি মুজিববর্ষ পালনের নামেও অতিরিক্ত আরও ১শ টাকা নেওয়া হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের কাছ থেকে। আদায়কৃত টাকাগুলো সাব-রেজিস্টারসহ সকল কর্মচারী ও উপর মহলের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। সম্প্রতি ঘুষের টাকা বণ্টনে বৈষম্য থাকায় সাব-রেজিস্টারের সাথে দু‘একজন অধিনস্থ কর্মচারীর মধ্যে মনোমালিন্যর ঘটনাও ঘটেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশ রতনকে জেলা রেজিস্টারের অনুমতি ছাড়া গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দায়ীত্ব পালন করানো হচ্ছে। ওই নকল নবিশের কথাতেই উঠতে বসতে হয় অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের। গাংনী সাব-রেজিস্ট্রিার মাহফুজ রানার নেতৃত্বেই এই কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে অনেকে।

গাংনীর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ঘুষ বন্ধের জন্য এর আগে নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। এর আগে গাংনী সাব রেজিস্টার অফিসে দুর্নীতির প্রতিবাদে এই কমিটি জমি রেজিস্ট্রি অনির্দৃষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে জনসমাবেশ করে সাবেক সাব-রেজিস্টার আব্দুর রশিদ মন্ডলকে ঘুষ না খাওয়ার অঙ্গিকার করে নেয় এলাকাবাসি। চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন বর্তমান সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। এরপর থেকেই নিজের মত কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে ঘুষ বাণিজ্য।

এনিয়ে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “গাংনীতে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, দলিল প্রতি ঘুষ নেন কমপক্ষে ৩৫০ টাকা, কখনও তার বেশি” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশও হয়। তারপরও থামেনি তার ঘুষ নেওয়া। জানা গেছে, বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে চালিয়ে যাচ্ছেন অবাধ ঘুষ বাণিজ্য।

কয়েকজন ভুক্তভোগী জানান, নিয়ম অনুযায়ী প্রতি লাখে পৌর এলাকার জন্য লাখে সাড়ে ৮ হাজার। পৌর এলাকার বাইরে হলে লাখে সাড়ে ৬ হাজার টাকা রেজিস্ট্রি ফিস নেয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন খাতের কথা বলে অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে লাখে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বিভিন্ন হয়রানি হতে হয়েছে। পরে বাধ্য হয়ে টাকা দিতে হয়েছে। জমি ক্রয় বিক্রয়ে জনদুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে আমাদের।

কয়েকজন দলিল লেখক জানান, লাইসেন্স নবায়ন বাবদ তাদের কাছ থেকে জেলা রেজিস্টারের নামে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছেন বর্তমান সাব রেজিস্টার মাহফুজ রানা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অফিসের এক দলিল লেখক জানান- এখানকার অসাধু কর্মচারীরা ডিআর (জেলা রেজিস্টার) মহোদয়ের অডিট ব্যয়, নজরানা ও দলিল ফাইলিংয়ের নামে দলিল প্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, মসজিদ উন্নয়ন বাবদ ৫০ টাকা, ও নকল সরবরাহের জন্য এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা, হেবা দলিল রেজিস্ট্রিতে ১৫শ টাকার স্থলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেয়া হয়।

হেবা দলিল সম্পাদনে এক এর অধিক খতিয়ান হলে প্রতি খতিয়ান বাবদ আরও এক হাজার করে টাকা নেয়া হয়। নাম্বারিং দলিলে ২হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে দলিল সম্পাদনে টাকা নেয়ারও অভিযোগ সাব-রেজিস্টারের উপরে। এছাড়াও টাকার বিনিময়ে জমি খারিজ ছাড়াও দলিল রেজিস্ট্রি হয় বলে জানাগেছে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসের একজন জানান, বণ্টননামা এবং অসিয়ত দলিলের মূল্যের উপরও অফিসকে অতিরিক্ত ঘুষ দিতে হয়। দলিলের ও খারিজের মূল কপি ছাড়া দলিল করতে আসলে সাব রেজিস্টারকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় । এসএ এবং আরএস খতিয়ানের সার্টিফিকেট কপি জেলা প্রশাসকের রেকর্ড রুম থেকে সংগ্রহ করার পরও দলিল করতে গেলে ‘এটি ঠিক নয়’ জানিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নেয়া হয়। এদিকে লাইসেন্স বাতিলের ভয়ে দলিল লেখকরা টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলেও জানান।

কমিশনের (অফিসের বাইরে গিয়ে দলিল সম্পাদন) সরকারি ফি ৩০০ টাকা (উপজেলার মধ্যে)। কিন্তু সাবরেজিস্টার নেন ৩ হাজার টাকা। ঢাকা, অন্য কোনও জেলা কিংবা বিভাগের বাইরে কমিশনের মাধ্যমে দলিল হলে সরকারি ফি’র ১০গুণ বেশি টাকা নেন সাব-রেজিস্টার। এই দলিল লেখক জানান, সাব রেজিস্টার এখনও দলিল সম্পর্কে অভিজ্ঞ নন।

মুজিবনগর অফিসের নকল নবিশ রতন ‘দলিল ঠিক আছে’ এমন নিশ্চিত তথ্য দেবার পরেই তিনি দলিল সনাক্ত করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, গাংনী রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশের সাথে আর্থিক লেনদেনে বিরোধ হবার কারণে তাকে মুজিবনগর রেজিস্টি অফিসে পাঠিয়েছেন। আর আজ্ঞাবহ হওয়াতে রতনকে মুজিবনগর থেকে পুনরায় গাংনী অফিসে নিয়ে এসেছেন সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। যা জেলা রেজিস্টার জানেন না।

ভুক্তভোগী অনেক দলিল লেখক জানান, দলিল সম্পাদনকালে দলিলে ভুল-ত্রুটি ধরে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। ভুল-ত্রুটি ধরার পর টিসি মোহরার (ট্যাক্স কালেকটর মোহরার) আজাদ ও নকল নবিশ রতনের হাতে অতিরিক্ত টাকা না দিলে সম্পাদনে অপারগতা জানান সাব রেজিস্টার।

এছাড়াও সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণের অভিযোগও রয়েছে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে গাংনী সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অফিসে গিয়ে কথা বলতে বলেন।

জেলা রেজিস্টার সাইফুল ইসলাম জানান, গাংনী সাব রেজিস্টারের নামে অভিযোগ আসতেই আসছে। লিখিত অভিযোগ না পাওয়াতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না। মুজিবনগরের নকল নবিশ গাংনীতে দায়ীত্ব পালনের বিষয়টি তার জানার বাইরে বলে জানান। তবে তিনি বিষয়টি দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

ঝিনাইদহে সাংবাদিক দুর্র্বৃত্তদের হামলার শিকার

ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সদস্য ও দুরন্ত প্রকাশের সম্পাদক ও প্রকাশক সাংবাদিক মিরাজ জামান রাজ দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত ২০ নভেম্বর রাত ৯ টার দিকে পুলিশ লাইন হাই স্কুলের সামনে দুর্বৃত্তরা তার উপর হামলা চালায়।

জানা যায় সেদিন রাত ৯টার দিকে পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে মিরাজ জামান রাজ বাড়ী ফিরছিল এ সময় কে বা কারা তার নিজস্ব চলন্ত মোটরসাইকেলে থাকা অবস্থায় পিছন থেকে এসে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে সে গুরুতর জখম হয়। তার মাথায় ৫ টি সেলাইসহ কমর ও পায়ে পচণ্ড আঘাত পায়। আঘাত পেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এখন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, আমরা কোন অভিযোগ পাইনি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে আমরা আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

তবে সাংবাদিক মিরাজ জামান রাজ গত ১৭/১১/২০২০ ইং তারিখে নিজের নিরাপত্তার জন্য ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিল। অভিযোগ নং টি ৮৫০, তবে সেটা থানায় বসে মীমাংসা করা হয়েছিল বলে জানাগেছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচন

অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচন। ২১ নভেম্বর শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নতুন মুখের প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন।

সভাপতি পদে ছাতা প্রতীক নিয়ে জয়ী হয়েছেন আরেফিন মিয়া মিলন। তিনি ভোট পেয়েছেন ৩১৬ টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন দোয়াত কলম প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ২৬৪টি। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আজিম উদ্দিন চাকা প্রতীকে ১৬৩ ভোট পেয়েছেন।

সহ-সভাপতি পদে একেএম এনামুল কবীর ও কামরুজ্জামান হীরা দুজনই ৪১০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তাইজাল হোসেন তাজু পেয়েছেন ৩৫৩ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে কামাল হোসেন আনারস প্রতীক নিয়ে ২৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন কুঁড়েঘর প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ২৪৮ টি। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বিশ্বাস ঘেটু বাইসাকেল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৯৯টি।

সহসাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী দুজনের মধ্যে রফিকুল আলম গোলাপফুল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৫০২টি। অপর বিজয়ী প্রার্থী শরিফুল ইসলাম বাঘ প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৩৭৭টি। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আমিরুল ইসলাম প্রিন্স হাঁস প্রতীকে ভেঅট পেয়েছেন ৩২৪টি।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আব্দুল লতিফ মই প্রতীকে ৪০৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনি মিয়া চেয়ার প্রতীকে ২৮৬ ভোট পেয়েছেন।

কোষাধ্যক্ষ পদে আলাউদ্দিন মোরগ প্রতীকে ৪৭৮ ভোট পেয়ে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেজাউল হক হাতি

প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ২৩৪টি।

ক্রীড়া সম্পাদক পদে বাবলুর রহমান আম প্রতীকে ৩৫৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল মজিদ ফুটবল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৩১৬টি। এছাড়া কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় ধর্মবিষয়ক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন হাফেজ মোঃ মোতালেব হোসেন ও দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আইয়ুবুর রহমান।

সদস্য পদে ৫৮৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল ওহাব কাবলু, জসিম উদ্দিন পেয়েছেন ৫৩২ ভোট, জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৫২৬ ভোট, জয়নাল আবেদীন ক্যাপ পেয়েছেন ৫৫৫ ভোট, ফজলুর রহমান বিশ্বাস পেয়েছেন ৪৫১ ভোট, মীর মতিয়ার রহমান পেয়েছেন ৪৩৬ ভোট, মনিরউদ্দিন পেয়েছেন ৪৯০ ভোট, রেজাউল হক তোতা পেয়েছেন ৫২৬ ভোট, শ্রী বাপ্পী সাহা পেয়েছেন ৩৫৯ ভোট, শেখ সাদী পেয়েছেন ৩৯৭ ভোট, শফিউল হাসান মিলন পেয়েছেন ৫৪৮ ভোট ও সিরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৫০২ ভোট।

জীবননগরে অস্ত্রসহ সালাম আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ নানা অপরাধের হোতা ও ডাকাত সর্দার আব্দুস সালাম (৫০) পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর-চুয়াডাঙ্গার সড়কের মনোহরপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সালাম মনোহরপুর গ্রামের নিয়ামত আলী মৃধার ছেলে।

গতকাল শনিবার দুপুরে পুলিশ সালাম ডাকাতের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নির্দেশে জীবননগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাতে টহলে বের হন। এ সময় গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে জানা যায়, মনোহরপুর গ্রামের চিহ্নিত মাদক ব্যবসা,

ডাকাতী, আদম ব্যবসাসহ নানা অপরাধের মূল হোতা আব্দুস সালাম অপরাধ সংঘটিত করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাত সাড়ে দশটার দিকে তিনি জীবননগর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের মনোহরপুর গ্রামের বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছান। এ সময় তিনি রাস্তার পাশে সালামকে দেখতে পেয়ে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার দেহ তল্লাশি করে একটি দেশিয় ওয়ান স্যুটারগান উদ্ধার করা হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আব্দুস সালাম একজন চিহ্নিত অপরাধী। তার বিরুদ্ধে জীবননগর থানাসহ আশপাশের থানায় একাধিক ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মামলা রয়েছে। এ ছাড়াও সে বিজিবি সোর্স শোভা হত্যা মামলার এজাহারভূক্ত আসামি।

তার বিরুদ্ধে বেআইনী অস্ত্র বহনের মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।